[২০২১] ১১ এস.সি.আর. ৫৭৩

গৌরভ কুমার বানসাল

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

বিবিধ আবেদন নম্বর ১১২০ অফ ২০২১

ইন

রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৫৩৯ অফ ২০২১

অক্টোবর ০৪,২০২১

[এম.আর. শাহ এবং এ.এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

কোভিড মহামারি – দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ – ১১.০৯.২০২১ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) দ্বারা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তার জন্য প্রেরিত গাইডলাইন – এনডিএমএ মৃত ব্যক্তির পরিজনদের জন্য ৫০,০০০ টাকা এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তার পরিমাণ সুপারিশ করেছে – গাইডলাইনটিতে বলা হয়েছে যে এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তা রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিল (এসডিআরএফ) থেকে রাজ্যগুলির মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং মৃত ব্যক্তির পরিজনদের এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসন দ্বারা বিতরণ করা হবে – সুতরাং, ৫০,০০০/- টাকার এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে – এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের জন্য মৃত্যুসংসদ/সঠিক মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত সরকারি ডকুমেন্ট "কোভিড-১৯ এ মৃত্যুবরণ" এই তথ্য সহ ইস্যু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের বিবিধ আবেদন নং ১১২০।

ইন

২০২১ সালের ৫৩৯ নং রিট পিটিশনে (দেওয়ানী)।

তুষার মেহতা, এসজি, কে. এম. নটরাজ, শ্রীমতী ঐশ্বর্য ভাটি, এ. এস. জি, রাজ অ্যাট নায়ার, অমিত শর্মা, সুঘোশ সুব্রামানিয়াম, বি. ভি. বলরাম দাস, সুমির সোধি উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১. ৩০.০৬.২০২১ তারিখের একটি বিস্তারিত রায় এবং আদেশ অনুসারে, এই আদালত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এন.ডি.এম.এ) এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ১৬ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেঃ

"১৬. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আমরা নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী সহ বর্তমান রিট পিটিশনগুলি নিষ্পত্তি করিঃ

১) আমরা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, কোভিড-১৯ মহামারীরূপী দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ন্যূনতম ত্রাণের মানদণ্ড হিসেবে ২০০৫ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ১২(৩) ধারার আদেশ অনুযায়ী, কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে জীবনহানির জন্য অনুকম্পামূলক অর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশিকা সুপারিশ করতে। কোভিড-১৯ আক্রান্তদের জন্য ইতিমধ্যে সুপারিশকৃত ন্যূনতম ত্রাণের নির্দেশিকার অতিরিক্ত হিসেবে এটি কার্যকর হবে। তবে, অনুকম্পামূলক সহায়তার জন্য যৌক্তিক অর্থের পরিমাণ কত হবে, তা জাতীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলো বিবেচনা করতে পারে, যেমন— অন্যান্য ত্রাণকার্যের জন্য জাতীয় ও রাজ্য দুর্যোগ সাড়াদান তহবিলের প্রয়োজনীয়তা বা অর্থের প্রাপ্যতা, জাতীয় কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকারসমূহ, অন্যান্য ন্যূনতম ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, প্রশমন ও পুনরুদ্ধারসহ ২০০৫ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ত্রাণ তহবিলের বিষয়সমূহ। উল্লেখিত এই কাজ এবং যথাযথ নির্দেশিকার সুপারিশ আজ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

২) যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা কোভিড-১৯ এ মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের জন্য মৃত্যুসনদ বা সরকারি নথি প্রদানের প্রক্রিয়া সহজতর করার নির্দেশিকা জারি করেন, যেখানে মৃত্যুর সঠিক কারণ হিসেবে "কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু" কথাটি উল্লেখ থাকবে। এই ধরনের নির্দেশিকা জারির সময় উপরের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলো মনে রাখতে হবে। এই নির্দেশিকায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের জন্য সংশোধনের সুযোগও রাখতে হবে, যদি তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত মৃত্যুসনদ বা সরকারি নথিতে উল্লিখিত মৃত্যুর কারণে সন্তুষ্ট না হন; এবং

৩) ভারত সরকারকে অন্যান্য অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ১৫তম অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনের ৮.১৩১ অনুচ্ছেদে করা সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. অনুচ্ছেদ ১৬ (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত নির্দেশাবলীর অধীনে, এন. ডি. এম. এ-কে কোভিড-১৯-এর কারণে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রাণহানির কারণে এককালীন সহায়তার জন্য নির্দেশিকা সুপারিশ করতে হয়েছিল, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ১২ (iii)-এর অধীনে (সংক্ষেপে, "ডি. এম. এ. ২০০৫") দুর্যোগ-কোভিড-১৯ মহামারী দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যূনতম ত্রাণ প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক, কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যূনতম ত্রাণ প্রদানের জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত নির্দেশিকা ছাড়াও, থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে। এই আদালত আরও বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এন.ডি.এম.এ-র প্রজ্ঞার উপর ছাড় দেওয়া হয়েছে যে, এন.ডি.আর.এফ./এস.ডি.আর.এফ-এর অধীনে অন্যান্য ত্রাণের জন্য তহবিলের প্রয়োজনীয়তা/প্রাপ্যতা এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ/কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকার এবং ডি. এম. এ ২০০৫-এর অধীনে দায়বদ্ধতা পালন করার জন্য প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, প্রশমন ও পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানের ত্রাণ ও তহবিলের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের মতো বিস্তারিত রায় ও আদেশে করা পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করে এই পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৩. ১৬.০৮.২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত ৩০.০৬.২০২১ তারিখের রায়ের ১৬ (১) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দেশিকা প্রণয়নের সময়কাল আরও চার সপ্তাহের জন্য বাড়িয়েছে।

৪. একটি হলফনামা/অতিরিক্ত হলফনামা ভারতের ইউনিয়ন পক্ষ থেকে ৩০.০৬.২০২১ তারিখের রায়ের অনুচ্ছেদ ১৬(১) এর নির্দেশাবলীর সম্মানজনক কার্যকরীকরণ সংক্রান্ত দাখিল করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এখন এনডিএমএ কোভিড-১৯ এর কারণে মৃতদের পরিজনদের জন্য এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তার গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর ১২(iii) ধারা অনুযায়ী ১১.০৯.২০২১ তারিখের গাইডলাইন অনুযায়ী, যার মাধ্যমে এনডিএমএ কোভিড-১৯ এর কারণে মৃতদের পরিজনদের জন্য ৫০,০০০/- টাকা এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তার সুপারিশ করেছে। বলা হয়েছে যে এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তা রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিল (এসডিআরএফ) থেকে রাজ্যগুলির মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং মৃত ব্যক্তির পরিজনদের এক্স-গ্র্যাটিয়া সহায়তা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসন দ্বারা বিতরণ করা হবে এবং বিতরণ গাইডলাইনটির ধারা ৮ অনুযায়ী হবে। গাইডলাইনটির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিম্নরূপ:

> "৫. অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কর্তৃপক্ষ এমওএইচএফডাব্লিউ এবং আইসিএমআর কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ কোভিড-১৯ হিসাবে প্রত্যয়িত হওয়ার সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে কোভিড-১৯ এর কারণে একটি অনুদান প্রদানের সুপারিশ করছে।

৬. ক্ষতিপূরণের পরিমাণঃ কর্তৃপক্ষ ত্রাণ কার্যক্রমে জড়িত বা প্রস্তুতি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি সহ মৃত ব্যক্তির জন্য ৫০,০০০/- (শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থের সুপারিশ করে, যা মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোভিড-১৯ হিসাবে প্রত্যয়িত হওয়া সাপেক্ষে। এই ধরনের শংসাপত্র এবং এ সম্পর্কিত যে কোনও অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ২০২১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং আই. সি. এম. আর দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা এবং উপরের অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত নির্দেশিকাগুলি প্রযোজ্য হবে।

৭. তহবিলের উৎসঃ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (এস. ডি. আর. এফ) থেকে রাজ্যগুলি এই সাহায্য দেবে।

৮. বিতরণঃ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ)/জেলা প্রশাসন মৃত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়দের এককালীন সহায়তা প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা একটি ফর্মের মাধ্যমে তাদের দাবি জমা দেবে যার সাথে নির্দিষ্ট নথি সহ মৃত্যুর শংসাপত্র যা মৃত্যুর কারণ কোভিড-১৯ বলে প্রত্যয়িত করে। ডিডিএমএ নিশ্চিত করবে যে দাবি, যাচাইকরণ, অনুমোদন এবং এককালীন অর্থ প্রদানের চূড়ান্ত বিতরণ প্রক্রিয়াটি একটি শক্তিশালী অথচ সহজ এবং জনবান্ধব পদ্ধতির মাধ্যমে হবে। সমস্ত দাবিগুলি প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং আধার সংযুক্ত ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার পদ্ধতির মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

৯. অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং আই. সি. এম. আর-এর নির্দেশিকায় উল্লিখিত মৃত্যুর শংসাপত্র সংক্রান্ত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা কালেক্টর, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সি. এম. ও. এইচ), অতিরিক্ত সি. এম. ও. এইচ/অধ্যক্ষ বা কোনও মেডিকেল কলেজের এইচ. ও. ডি মেডিসিন (যদি জেলায় থাকেন) এবং কোনও বিষয় বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত জেলা স্তরের একটি কমিটি এই নির্দেশিকাগুলি অনুসারে তথ্য যাচাই করার পরে কোভিড-১৯ মৃত্যুর জন্য সংশোধিত সরকারী নথি জারি সহ প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের প্রস্তাব দেবে। যদি কমিটির সিদ্ধান্ত দাবিদারদের পক্ষে না হয়, তবে তার একটি স্পষ্ট কারণ নথিভুক্ত করা হবে।

১০. ধারাবাহিক প্রকল্পঃ কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে কোভিড-১৯ মহামারীর ভবিষ্যৎ পর্যায়ে বা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে, তাদের জন্য এক্স-গ্রেশিয়া সহায়তা প্রদান করা অব্যাহত থাকবে।

৫. এখন পর্যন্ত ৩০.০৬.২০২১ তারিখের রায়ের অনুচ্ছেদ ১৬ (২)-এ থাকা নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে, ০৮.০৯.২০২১-এ প্রথম হলফনামা দাখিল করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, ১৬ (২) অনুচ্ছেদে থাকা এই আদালতের নির্দেশাবলী মেনে, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ যৌথভাবে ৩.৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকা জারি করেছে যাতে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত মৃত্যুর জন্য একটি সরকারী নথি জারি করা হয়। আরও বলা হয়েছে যে, ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর কারণের একটি মেডিকেল শংসাপত্র সরবরাহ করার জন্য ৩.৯.২০২১ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। ৩.৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকাগুলির অধীনে, এটি নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছেঃ

"ভারত সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের কোভিড-১৯ মৃত্যুর জন্য সরকারি নথি সংক্রান্ত গাইডলাইন (মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ৩০.০৬.২০২১ তারিখের আদেশ অনুসরণে ডাব্লিউপি(দেওয়ানী) নং ৫৩৯ এবং ডাব্লিউপি(দেওয়ানী) ৫৫৪, ২০২১ এর অধীনে জারি করা)।

১. পটভূমি

কোভিড-১৯ মহামারীর শুরু থেকেই ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (আইসিএমআর) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) গাইডলাইন এবং বৈশ্বিক সেরা প্রথার ভিত্তিতে রাজ্য/ইউটিগুলির জন্য কোভিড মৃত্যু সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য নির্দিষ্ট গাইডলাইন জারি করে আসছে। রাজ্য/ইউটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত মৃত্যুর সঠিক রেকর্ডিং সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ডাব্লিউপি(দেওয়ানী) নং ৫৩৯ এবং ৫৫৪, ২০২১ এ কেন্দ্র সরকারকে কোভিড-১৯ এর কারণে মৃতদের পরিবার সদস্যদের জন্য অফিসিয়াল ডকুমেন্ট জারি করার জন্য সরলীকৃত গাইডলাইন জারি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাননীয় আদালত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের গাইডলাইন মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত চিকিৎসা শংসাপত্র/সরকারি নথি সংশোধনের জন্য মৃতের পরিবার সদস্যদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংশোধনের পথও প্রদান করতে পারে।

২. নির্দেশিকা নীতি

i. এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্যে, কোভিড-১৯ এর কেসগুলি হল সেগুলি যা একটি পজিটিভ আরটি-পিসিআর/মলিকিউলার টেস্ট/র‍্যাট অথবা হাসপাতালে/অন্তঃরোগী বিভাগে ভর্তি থাকাকালীন একজন চিকিৎসকের দ্বারা হাসপাতালে/

অন্তঃরোগী বিভাগে পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লিনিক্যালি নির্ণয় করা হয়।

ii. বিষক্রিয়া, আত্মহত্যা, নরহত্যা, দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ইত্যাদির কারণে হওয়া মৃত্যুকে কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, যদিও কোভিড-১৯ একটি সঙ্গত অবস্থা।

৩. দৃশ্যকল্প ভিত্তিক পদ্ধতি এবং হস্তক্ষেপ

i. যেসব কোভিড-১৯ মামলা সমাধান হয়নি এবং যেগুলি হাসপাতালে বা বাড়িতে মারা গেছে, এবং যেখানে মৃত্যুর কারণের চিকিৎসা শংসাপত্র (এমসিসিডি) ফর্ম ৪ এবং ৪ক রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে ধারা ১০ এর আওতায় জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন (আরবিডি) আইন, ১৯৬৯ অনুসারে প্রদান করা হয়েছে, সেগুলিকে কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হবে। ভারতীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল (আরগিআই) সমস্ত রাজ্য/ইউটির মুখ্য রেজিস্ট্রারদের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন জারি করবে।

ii. ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (আইসিএমআর) এর একটি গবেষণা অনুসারে, ৯৫% মৃত্যুও ২৫ দিনের মধ্যে ঘটে যখন কোভিড পজিটিভ টেস্ট করা হয়। পরিধি আরও বিস্তৃত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে, যেসব মৃত্যু পরীক্ষা করার তারিখ বা কোভিড-১৯ রোগী হিসেবে চিকিৎসাগতভাবে নির্ধারিত হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ঘটবে, সেগুলি 'কোভিড-১৯ মৃত্যুর কারণে' হিসেবে গণ্য হবে, এমনকি মৃত্যু হাসপাতালের বাইরে বা ইন-পেশেন্ট সুবিধা ছাড়া ঘটলেও।

iii. তবে, একটি কোভিড-১৯ মামলা, যেটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল এবং ৩০ দিনেরও বেশি সময় ধরে একই ভর্তি অবস্থায় ছিল এবং পরে মারা গেছে, তাকে কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হবে।

iv. যেসব ক্ষেত্রে এমসিসিডি পাওয়া যায়নি বা মৃতের পরিবারের সদস্যরা এমসিসিডি (ফর্ম ৪/৪ক) এ উল্লিখিত মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, এবং যেগুলি উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতির আওতায় পড়ে না, সেগুলির জন্য রাজ্য/ইউটিগুলি একটি জেলা স্তরের কমিটি গঠন করবে, যার মধ্যে থাকবেন অতিরিক্ত জেলা কালেক্টর, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (সিএমওএইচ), অতিরিক্ত সিএমওএইচ/ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল বা মেডিসিনের এইচওডি (যদি কোনো মেডিকেল কলেজ জেলা এলাকায় থাকে), এবং একটি বিষয় বিশেষজ্ঞ, যারা কোভিড-১৯ মৃত্যুর জন্য সরকারি নথি জারির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কমিটি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে:

ক. মৃতের পরিবারের সদস্যরা জেলা কালেক্টরের কাছে কোভিড-১৯ মৃত্যুর জন্য উপযুক্ত সরকারি নথি জারির জন্য একটি আবেদন জমা দেবে।

খ. যথাযথ পরীক্ষা এবং সমস্ত তথ্য যাচাইয়ের পরে উপরোক্ত জেলা পর্যায়ের কমিটি দ্বারা এই নির্দেশিকাগুলির সাথে সংযুক্ত ফর্ম্যাটে কোভিড-১৯ মৃত্যুর সরকারী নথি জারি করা হবে।

গ. কোভিড-১৯ মৃত্যুর সরকারি নথি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য রেজিস্ট্রার এবং জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রারকেও জানানো হবে, যাঁরা মৃত্যুর শংসাপত্র জারি করেছেন।

ঘ. কমিটি মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের অভিযোগগুলিও পরীক্ষা করবে এবং এই নির্দেশিকাগুলি অনুসারে তথ্য যাচাই করার পরে কোভিড-১৯ মৃত্যুর জন্য সংশোধিত সরকারি নথি জারি সহ প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের প্রস্তাব দেবে।

ঙ.

ঙ. আবেদন/অভিযোগ জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ মৃত্যুর জন্য সরকারী নথি জারি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হবে।

৬. এতে বলা হয়েছে যে, বিষক্রিয়া, আত্মহত্যা, নরহত্যা, দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ইত্যাদির কারণে হওয়া মৃত্যুকে কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, এমনকি কোভিড-১৯ একটি সঙ্গত অবস্থা হলেও।

৭. শুনানির শেষ তারিখে, ৩.৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকাগুলির কিছু ধারার উপর একটি উদ্বেগ দেখানো হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে বিষক্রিয়া, আত্মহত্যা, নরহত্যা, দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ইত্যাদি কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসাবে বিবেচিত হবে না, এমনকি কোভিড-১৯ একটি সহগামী অবস্থা হলেও।

৭.১ একটি মৃত্যুর শংসাপত্র সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উদ্বেগ দেখানো হয়েছিল। এর জন্য, ধারা ৯-এর ১১.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকাগুলির অধীনে, ১১.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকাগুলির ধারা ৯-এ উল্লিখিত সদস্যদের নিয়ে জেলা পর্যায়ে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠনের বিষয়ে একটি বিধান করা হয়েছে, যা উপরে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে।

৮. ১৩.০৯.২০২১-এ শুনানি চলাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রকাশিত কিছু বিষয়/উদ্বেগের বিষয়ে ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২২.০৯.২০২১ তারিখের আরও একটি অতিরিক্ত হলফনামা দাখিল করা হয়েছে এবং এর জবাবে এটি নিম্নরূপ জমা দেওয়া হয়েছেঃ

ক্রমিক নং.	এই মাননীয় আদালতের উদ্বেগসমূহ	কেন্দ্রীয় সরকারের জমাপত্র
১.	যেহেতু নির্দেশিকাগুলি ভবিষ্যৎমুখী প্রকৃতির বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এই মাননীয় আদালত সেই শংসাপত্রগুলির বৈধতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যা হাসপাতাল/সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার আগে ইস্যু করা হয়েছিল। একটি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে, ৩.০৯.২০২১ তারিখের আগে ইস্যু করা শংসাপত্রগুলি সংশোধন বা পুনঃপ্রদান করার কোনো বিকল্প আছে কি না, যদি সেগুলি ৩.০৯.২০২১ নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। মামলার শুনানির সময় এটি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষ কী পদ্ধতি অনুসরণ করবে, যদি কোনো ক্ষেত্রে হাসপাতাল এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং কে নিশ্চিত করবে যে মৃত্যুর কারণ কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ছিল কি না।	এ বিষয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে যে পূর্বে প্রকাশিত নির্দেশিকাগুলি উল্লেখ করেছে যে: i. কোভিড-১৯ কেস, এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্যে, সেই কেসগুলিকে বোঝানো হয়েছে যা পজিটিভ আরটি-পিসিআর/মলিকিউলার টেস্ট/র‍্যাট-এর মাধ্যমে শনাক্ত হয়েছে অথবা চিকিৎসকের মাধ্যমে হাসপাতালে/অন্তর্ভুক্ত রোগী পরিষেবায় ক্লিনিক্যালি নির্ধারিত হয়েছে। ii. যেসব কোভিড-১৯ কেস সমাধান হয়নি এবং যারা হাসপাতালের পরিবেশে বা বাড়িতে মারা গেছেন, এবং যেখানে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ১৯৬৯-এর ধারা ১০ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট অফ কজ অফ ডেথ (এমসিসিডি) ফর্ম ৪ ও ৪এ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলি কোভিড-১৯ মৃত্যুরূপে বিবেচিত হবে। ক. পরিধি আরও বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে, পরীক্ষার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অথবা কোভিড-১৯ কেস হিসেবে ক্লিনিক্যালি নির্ধারিত হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া মৃত্যু, এমনকি যদি মৃত্যু হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত রোগী পরিষেবার বাইরে ঘটে, তাহলেও সেগুলিকে কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হবে। খ. এছাড়াও, একটি কোভিড-১৯ কেস যা হাসপাতালে/অন্তর্ভুক্ত রোগী পরিষেবায় ভর্তি ছিল এবং যা ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে ভর্তি ছিল এবং পরে মারা যায়, সেটিও কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে। iii. আরও বলা হয়েছে, নির্দেশিকার অধীনে কোনো হাসপাতাল/সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার আগে ইস্যু করা যে কোনো মৃত্যুর শংসাপত্র পর্যালোচনা ও সংশোধন করা যেতে পারে এবং পুনরায় ইস্যু করা যেতে পারে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরবর্তী নিকট আত্মীয়কে ৩.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকায় বর্ণিত প্যারামিটারের আলোকে, তাদের নিকটজনের মৃত্যুর কারণ কোভিড-সম্পর্কিত ছিল কিনা তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা স্তরের কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা স্তরের কমিটি ৩.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকার আলোকে মৃত রোগীর সমসাময়িক চিকিৎসা নথি পরীক্ষা করবে এবং যদি জেলা স্তরের কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে আবেদনকারীর মামলা ৩.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকায় নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে পড়ে, তাহলে জেলা স্তরের

		কমিটি নির্দেশিকার ৩.০৯.২০২১ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির জন্য একটি নতুন বা সংশোধিত শংসাপত্র ইস্যু করবে, যা তার মৃত্যুকে কোভিড সম্পর্কিত মৃত্যু হিসাবে নিশ্চিত করবে এবং যা কেন্দ্রীয় সরকার/এসডিআরএফ দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক/অন্যান্য সহায়তার জন্য যোগ্য হবে। এছাড়াও, নির্দেশিকায় প্রস্তাবিত জেলা স্তরের কমিটি হাসপাতাল এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত যেকোনো বিরোধও বিবেচনা করবে। মোহএফডব্লিউ এবং আইসিএমআর আরও স্পষ্ট করেছেন যে, কোভিড-১৯-এ মৃত্যু নির্দেশিত যে শংসাপত্রগুলি নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার আগে বা জেলা স্তরের কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে, তা "কোভিড-১৯ জনিত মৃত্যু" হিসেবে বৈধ নথি হিসাবে বিবেচিত হবে।
২	এই মাননীয় আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের হাতে বর্তমান নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার আগে যে নথিগুলি পৌঁছেছে, তার বৈধতা কী হবে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, সেই নথিগুলি কিসের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে, যাতে তারা অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য উপযুক্ত হয় এবং যারা বর্তমান নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার আগে শংসাপত্র পেয়েছেন, তাদের জন্য এটি কীভাবে প্রযোজ্য হবে।	এই বিষয়ে, ভারতীয় রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিস দ্বারা ৩.০৯.২০২১ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ফর্ম ৪/৪ক-এ মেডিকেল সার্টিফিকেট অফ কজ অফ ডেথ (এমসিসিডি) বৈধ থাকবে।
৩	মামলার শুনানির সময় একটি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে, নির্দেশিকায় উল্লেখিত কমিটি কী সময়সীমার মধ্যে গঠন করা হবে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত এই কমিটি তাদের সামনে উপস্থাপিত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে কী সময় নেবে।	এটি শ্রদ্ধার সঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে যে, কমিটি গঠনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে। এছাড়াও, এই মাননীয় আদালত একটি ম্যান্ডামাস আদেশ জারি করতে পারেন, যা সমস্ত রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দেবে যে তারা ৩০ দিনের মধ্যে এই কমিটি গঠন করবে।
৪	আরও একটি উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল যে, এই নির্দেশিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তবে এগুলির বাস্তবায়ন এবং রাজ্য সরকারের ওপর তার বাধ্যতামূলক প্রভাব এখনো একটি প্রশ্নচিহ্ন।	এই বিষয়ে এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্য সরকারগুলি বর্তমান আবেদনে প্রতিপক্ষ এবং এই নির্দেশিকা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে গঠিত, সুতরাং, এটি বাধ্যতামূলক যে রাজ্য সরকারগুলি এই নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করবে।
৫	১৩.০৯.২০২১ তারিখে শুনানির সময়, এই মাননীয় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আদালত উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্রেণীর মানুষ ৩.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এটি আলোচিত হয়েছিল যে, এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রটি যথাযথভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং তাদেরকেও আর্থিক সহায়তার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের (ডিএমএ) ১২(iii)-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	এটি শ্রদ্ধার সঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পরিবার কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আত্মহত্যার শিকার হয়েছে, তারা ১১.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকা অনুযায়ী এসডিআরএফের আওতায় আর্থিক সহায়তার জন্যও যোগ্য হবে।

৯. শ্রী তুষার মেহতা, ভারতের বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল এবং রিট আবেদনকারী শ্রী গৌরব কুমার বনসল এবং শ্রী সুমির সোধি, হস্তক্ষেপকারীর পক্ষে বিজ্ঞ উকিলের কথা শুনে এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০০৫ সালের ডি. এম. এ-র ধারা ১২ (iii)-এর অধীনে জারি করা নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করে কোভিড-১৯-এর কারণে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের এককালীন সহায়তার পরিমাণ এবং ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দায়ের করা হলফনামা/অতিরিক্ত হলফনামা বিবেচনা করে মনে হয় যে এন. ডি. এম. এ কোভিড-১৯-এর কারণে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫০,০০০/- টাকা দেওয়ার সুপারিশ করেছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (এস. ডি. আর. এফ) থেকে রাজ্যগুলি এককালীন সহায়তা প্রদান করবে এবং মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের এককালীন সহায়তা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসন দ্বারা বিতরণ করা হবে।

১০. ৩০.০৬.২০২১ তারিখের আমাদের পূর্ববর্তী আদেশের অগ্রগতিতে, এটি নিম্নরূপ নির্দেশিত হয়ঃ

i) মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় যিনি কোভিড-১৯ এর কারণে মারা গেছেন, তাকে ৫০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হবে, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ১২(iii) এর অধীনে অনুদান হিসেবে গণ্য হবে এবং যা সর্বনিম্ন হবে এবং এটি ভারত সরকারের/রাজ্য সরকারগুলির/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের অধীনে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ/পরিমাণের অতিরিক্ত হবে;

ii) এই ৫০,০০০ টাকার অনুদান সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এসডিআরএফ) থেকে প্রদান করা হবে;

iii) মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে এই অনুদান জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে;

iv) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ঠিকানা, যারা এই ৫০,০০০ টাকার অনুদান বিতরণের জন্য দায়ী, প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশ করা হবে এবং ব্যাপক প্রচার দেওয়া হবে;

এটি আজকের তারিখ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

এটি আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই জাতীয় তথ্য গ্রাম/তালুক/জেলার বিশিষ্ট অফিসগুলিতে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, তালুক পঞ্চায়েত অফিস, জেলা কালেক্টর অফিস, কর্পোরেশন অফিস ইত্যাদিতেও প্রকাশিত করা হবে।

v) যে এই প্রকার এক্স-গ্রেশিয়া সহায়তা ৫০,০০০/- টাকা আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে, যেখানে মৃত ব্যক্তির কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যুর প্রমাণ এবং মৃত্যুর কারণ "কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু" হিসাবে প্রত্যয়িত থাকতে হবে;

vi) যে, ১১.০৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং এখানে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসাবে প্রত্যয়িত মৃত্যুর ক্ষেত্রে, যেখানে মৃত্যুর সনদে উল্লেখিত মৃত্যুর কারণ চূড়ান্ত নয় এবং নিচে আলোচনা করা অন্যান্য নথিপত্র প্রদান করা হলে, মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় কোভিড-১৯ এর কারণে মারা গেলে ৫০,০০০/- টাকার এক্স-গ্রেশিয়া সহায়তার জন্য যোগ্য হবে;

vii) যে, কোনো রাজ্য মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে এক্স-গ্রেশিয়া সহায়তার ৫০,০০০/- টাকা শুধুমাত্র মৃত্যুর সনদে "কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু" উল্লেখ না থাকার ভিত্তিতে অস্বীকার করতে পারবে না;

viii) যে, মৃত্যুর প্রত্যয়ন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে, অভিযোগকারী ব্যক্তি জেলা পর্যায়ের কমিটির কাছে যেতে পারবেন। এই কমিটিতে অতিরিক্ত জেলা কালেক্টর, স্বাস্থ্য প্রধান মেডিক্যাল অফিসার (সিএমওএইচ), অতিরিক্ত সিএমওএইচ/মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল বা এইচওডি মেডিসিন (যদি জেলায় বিদ্যমান থাকে) এবং একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ থাকবেন, যারা প্রয়োজনীয় নথি প্রদানের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ কোভিড-১৯ এর কারণে বলে প্রমাণিত হলে সংশোধিত আনুষ্ঠানিক নথি প্রদানসহ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ix) কর্তৃপক্ষ/কমিটি মৃত ব্যক্তিকে কোভিড-১৯ হিসেবে বিবেচনা করার সময় নীচে উল্লেখিত নির্দেশাবলী মেনে চলবে। সকল রাজ্য এক

সপ্তাহের মধ্যে এমন একটি কমিটি গঠন করবে এবং জেলা পর্যায়ে সেই কমিটির ঠিকানা ও অবস্থানসহ সম্পূর্ণ বিবরণ ব্যাপক প্রচলিত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ করা হবে;

যথাক্রমে, কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে, একটি অনুরূপ কমিটি গঠন করা হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন ডেপুটি কমিশনার, মেডিক্যাল/স্বাস্থ্য প্রধান, সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিল হাসপাতালের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (যদি থাকে), অতিরিক্ত সিএমওএইচ/মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল/হেড অব মেডিসিন (যদি জেলায় বিদ্যমান থাকে), এবং একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ। তাদের অফিস সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কার্যালয়ে থাকবে;

x) আরও নির্দেশ দেওয়া হলো যে, কমিটির সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর পক্ষে না হলে, কমিটি স্পষ্ট কারণ রেকর্ড করবে। এই কমিটিকে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি বলা হয়;

xi) যেমন সম্মত হয়েছে এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোভিড-১৯ এর কারণে মৃতদের পরিবারের জন্য এক্স-গ্রেশিয়া সহায়তা ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ এর পর্যায়ে সংঘটিত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও প্রদান অব্যাহত থাকবে।

১১. এখন, আমাদের পূর্ববর্তী ৩০.০৬.২০২১ তারিখের আদেশের প্যারা ১৬(২)-এ বর্ণিত মৃত্যুর সনদপত্র/সরকারি নথি, যেখানে সঠিক মৃত্যুর কারণ, অর্থাৎ, "কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু" উল্লেখ থাকবে এবং এটি কোভিড-১৯ এর কারণে মৃতদের পরিবারের জন্য প্রযোজ্য, সেই নির্দেশনা প্রসঙ্গে, ৮.৯.২০২১ তারিখে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে দাখিল করা অতিরিক্ত হলফনামা, এবং ২২.০৯.২০২১ তারিখের অতিরিক্ত হলফনামার পরবর্তী ব্যাখ্যা এবং ৩.৯.২০২১ তারিখের নির্দেশিকা বিবেচনা করে, আমাদের পূর্ববর্তী ৩০.০৬.২০২১ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

i) কোভিড-১৯ মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে সেইসব কোভিড-১৯ সংক্রমণ যেগুলি পজিটিভ আরটি-পিসিআর/মলিকুলার টেস্ট/আরএটি বা হাসপাতালে/ইন-পেশেন্ট সুবিধায় চিকিৎসক দ্বারা ক্লিনিক্যাল তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, যখন রোগী হাসপাতালে/ইন-পেশেন্ট সুবিধায় ভর্তি ছিলেন।

(ii) পরীক্ষার তারিখ বা কোভিড-১৯ কেস হিসাবে ক্লিনিক্যালি নির্ধারিত হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া মৃত্যু

"কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু" হিসাবে গণ্য করা হবে, এমনকি মৃত্যু হাসপাতাল/অন্তর্ভুক্তি সুবিধার বাইরে হলেও।

(iii) হাসপাতালে বা অন্তর্ভুক্তি সুবিধায় ভর্তি থাকা কোভিড-১৯ রোগী, যিনি ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে ভর্তি ছিলেন এবং পরবর্তীতে মারা গেছেন, তাকেও কোভিড-১৯ মৃত্যুর ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে।

(iv) যেসব কোভিড-১৯ কেস সমাধান হয়নি এবং মৃত্যু হয় হাসপাতালের পরিবেশে বা বাড়িতে, এবং যেখানে মেডিকেল সার্টিফিকেট অফ কজ অফ ডেথ (এমসিসিডি) ফর্ম ৪ ও ৪এ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ১৯৬৯ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (আরবিডি) আইনের ধারা ১০-এর অধীনে প্রয়োজন, সেগুলিকেও কোভিড-১৯ মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে এটি পরিষ্কার করা হয়েছে যে, মৃত্যু সনদপত্রে মৃত্যুর কারণ "কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু" উল্লেখ না থাকলেও, যদি কোনো পরিবারের সদস্য অনুচ্ছেদ ১১(i) থেকে ১১(iv) পর্যন্ত উল্লেখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেন, তাহলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা ৫০,০০০/- টাকার এককালীন অর্থসাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবেন, এবং কোনো রাজ্য এই অর্থসাহায্য মৃত্যুর সনদে কোভিড-১৯ মৃত্যুর কারণ উল্লেখ না থাকার অজুহাতে অস্বীকার করতে পারবে না।

(v) সংশ্লিষ্ট সব হাসপাতাল যেখানে রোগী ভর্তি ছিলেন এবং চিকিৎসা পেয়েছিলেন, তারা প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার সকল প্রয়োজনীয় নথি প্রদান করবে। যদি কোনো হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র এই ধরনের নথি দিতে অস্বীকার করে, তবে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি এই তথ্য চেয়ে আনতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে যাতে কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু প্রমাণ করা যায়।

(vi) যে মৃত ব্যক্তির কোভিড-১৯ পজিটিভ হিসেবে নির্ণয় হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন, তার পরিবারের সদস্যরাও ১১.০৯.২০২১ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) কর্তৃক ডিএমএ, ২০০৫ এর ধারা ১২(iii)-এর অধীনে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী এসডিআরএফ-এর আওতায় ৫০,০০০/- টাকার আর্থিক সাহায্য/এককালীন অনুদান পেতে অধিকারী হবেন।

vii) যদি কোনও মৃত ব্যক্তির পরিবার বা নিকট আত্মীয় কোভিড-১৯-এর কারণে মারা যাওয়ার জন্য ৫০,০০০/- টাকা এক্স-গ্রেশিয়া পেমেন্ট না পাওয়ার বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেন, তবে ক্ষতিগ্রস্ত দাবিদার উপরে উল্লেখিতভাবে গঠিত অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির কাছে আবেদন করতে পারবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি মৃত রোগীর প্রাসঙ্গিক চিকিৎসা নথি পরীক্ষা করবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটিকে যোগাযোগ করার পর ৩০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে। উপরন্তু, এই অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটিকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল/হাসপাতালগুলির থেকে প্রয়োজনে নথি/বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা থাকবে যেখানে মৃত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

viii) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসন এবং এমনকি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটিও কোনও প্রযুক্তিগত বাধা এড়ানোর জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষ সহায়তার হাত বাড়াবে যাতে কোভিড-১৯-এ মারা যাওয়া পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের দুঃখ লাঘব করা যায়।

ix) আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনও মৃত্যু সনদ ইতিমধ্যেই ইস্যু করা হয়ে থাকে এবং মৃত ব্যক্তির কোনও পরিবারের সদস্য ওই সনদে উল্লিখিত মৃত্যুর কারণ নিয়ে অসন্তুষ্ট হন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা মৃত্যু সনদ ইস্যু করেছেন এবং/অথবা নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যাবে। উপরন্তু, প্রাসঙ্গিক নথি যেমন, পজিটিভ আরটি-পিসিআর/ মলিকিউলার টেস্ট/আরএটি রিপোর্ট বা হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসকের দ্বারা নির্ধারিত ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সনদটি সংশোধন/পরিমার্জন করবে। যদি ব্যক্তি এখনও অসন্তুষ্ট হন, তবে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির কাছে আবেদন করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির নির্দেশে মৃত্যু সনদ সংশোধন/পরিমার্জন করবে।

১২. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এন. ডি. এম. এ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উপরের নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত করে নির্দেশিকা জারি করা হবে যা সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

১৩. বিবিধ আবেদন নং ১১২০/২০২১ উপরোক্ত নির্দেশাবলীর সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দেবিকা গুজরাল বিবিধ আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu